Consortium Lead

CONCERN worldwide

Funded By

UKaid
from the British people

বাংলাদেশে সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জন্য অত্যাবশ্যকীয় স্বাস্থ্যসেবা

কনসার্ন ওয়ার্ল্ডওয়াইড একটি আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা, যার সার্বিক তত্ত্বাবধানে অন্যান্য বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা সিবিএম, আইপাস, আইসিডিডিআর,বি, ডিআরআরএ, কেএমএসএস, পিএইচডি, আরএইচস্টেপ এবং টেলেনর হেল্‌থ-এর সমন্বয়ে গঠিত কনসোর্টিয়ামের মাধ্যমে "বাংলাদেশে সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠির জন্য অত্যাবশ্যকীয় স্বাস্থ্যসেবা" নামক একটি বৃহৎ প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ইউকে সরকারের অর্থায়নে এই প্রকল্পের ফলে দেশের দক্ষিণ উপকূলীয় দুর্গম-প্রত্যন্ত অঞ্চলের শহর ও গ্রামে বসবাসরত সুবিধাবঞ্চিত প্রায় ২.৬ মিলিয়ন জনগোষ্ঠীকে স্বাস্থ্যসেবা সুবিধায় আনা সম্ভব হবে।

এই কর্মসূচির সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য হল রোগব্যাধি ও মৃত্যুহার হ্রাস করে সার্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা পরিধি বাড়ানোর মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিসহ সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠির মধ্যে স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা এবং পুষ্টির টেকসই উন্নয়ন অর্জন করা।

ফলাফল-১: প্রতিবন্ধি ব্যক্তিসহ সুবিধাবঞ্চিত মানুষের মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করা

আউটপুট-১: দুর্গম প্রত্যন্ত ও নগর সেবাকেন্দ্র সমূহে স্বাস্থ্যসেবার প্রাপ্তি বৃদ্ধি করা;
আউটপুট-২: সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে স্বল্প মূল্যে ও মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তির উন্নয়ন;
আউটপুট-৩: স্বাস্থ্যসেবার গুণগত মানবৃদ্ধি ও অত্যাবশ্যকীয় সেবার জন্য জবাবদিহিতা;
আউটপুট-৪: স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণের চাহিদা বাড়নোর মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কিত আচরণ পরিবর্তন।

ফলাফল-২: স্বাস্থ্য পরিসেবার জন্য টেকসই মডেল তৈরি

আউটপুট-৫: অভিযোজনমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নের দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরন করে প্রোগ্রামের টেকসই মডেল পরীক্ষা, বাস্তবায়ন এবং শিখনসমূহ ডকুমেন্টেশন।

কনসোর্টিয়াম পার্টনার

cbm together we can do more
icddr,b
Ipas Health Access Rights Bangladesh
telenor health
KMSS
PHD Partners in Health and Development
RHSTEP
drra Disabled Rehabilitation & Research Association

উদ্দীষ্ট জনগোষ্ঠী

খুলনা ও বরিশাল বিভাগের দুর্গম ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাসকারি ২,৬৮৫,৩০৩ সুবিধাবঞ্চিত, হতদরিদ্র এবং ১৪০,৩৪৫ প্রতিবন্ধীব্যক্তি এই প্রকল্পের আওতায় সুবিধা পাবেন।

প্রকল্প এলাকা

বিভাগ
বরিশাল ও খুলনা

জেলা
বরিশাল
বরগুনা
ভোলা
পটুয়াখালী
খুলনা
বাগেরহাট
খুলনা
সাতক্ষীরা

উপজেলা
বরগুনা : পাথরঘাটা
ভোলা : চরফ্যাশন
মনপুরা
পটুয়াখালী : গলাচিপা
কলাপাড়া
বাগেরহাট : মোড়েলগঞ্জ
খুলনা : দাকোপ
কয়রা
সাতক্ষীরা : শ্যামনগর

পৌরসভা
বরগুনা
ভোলা
চরফ্যাশন
পটুয়াখালী
বাগেরহাট
মংলা
মোড়েলগঞ্জ
সাতক্ষীরা

২টি বিভাগ
৬টি জেলা
৯টি উপজেলা
৮টি পৌরসভা

কর্মসুচি বাস্তবায়ন কৌশল:

এই কর্মসূচির মাধ্যমে সরকারি বেসরকারি সকল খাতের স্বাস্থ্যসুবিধা ও পরিসেবাসমূহের **প্রাপ্তি** নিশ্চিত করা। এজন্য কমিউনিটি, ওয়ার্ড, ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে তথ্য ব্যবস্থাপনসহ স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের বিভিন্ন বিভাগের সাথে সমন্বয় করা।

স্বাস্থ্যসেবা ও পরিসেবাসমূহের মান উন্নত করা হবে। শহরাঞ্চলে সন্ধ্যাকালীন ক্লিনিক চালু করা বা চলমান সেবাকেন্দ্রে সেবার সময় বাড়ানোর পাশাপাশি স্বাস্থ্য সেবাপ্রদানকারী কর্মীরা যাতে প্রশিক্ষণ, পরামর্শ এবং ই-লার্নিং এর সুবিধা গ্রহণ করে সঠিকসেবা প্রদান করতে পারেন এর ব্যবস্থা করা হবে। এর মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক স্বাস্থ্যসেবাকর্মীর দক্ষতা বৃদ্ধি করা যাবে, যার ফলে সেবার গুনগতমান বাড়বে।

টেলিনর হেল্‌থ এর সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে প্রতিবন্ধীদের সেবা গ্রহণের জন্য রেফারেল সেবার সাহায্যে কাস্টমাইজড টেলিমেডিসিন প্যাকেজ **ডিজিটাল প্রযুক্তির** সাহায্যে পৌঁছে দেওয়া হবে। হতদরিদ্রদের আর্থিক সামর্থের বিষয়টি বিবেচনা করে স্বাস্থ্য ভাউচার এবং ক্ষুদ্র-স্বাস্থ্যবীমা সরবরাহ করা হবে।

কমিউনিটি ফিডব্যাক সিস্টেমকে শক্তিশালী করতে প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালনা কমিটিগুলোকে সক্রিয় ও শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে **জবাবদিহিতা** তৈরি করা। সবার জন্য স্বাস্থ্যসুবিধা নিশ্চিত করতে রেফারেল পদ্ধতি শক্তিশালী করা হবে।

সুবিধাবঞ্চিতদের জন্য **সাশ্রয়ীমূল্যে** স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে ক্ষুদ্র-স্বাস্থ্যবীমা এবং কমিউনিটি ভিত্তিক তহবিল গঠন করা হবে। প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী এবং সুবিধাবঞ্চিতরা স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ করতে গেলে তাদের নিজেদের পকেট থেকে যে বাড়তি ব্যয় হয় সেগুলো রোধ করা সম্ভব হবে।

নারী ও শিশুদের ক্ষমতায়নের জন্য পুরুষ ও ছেলেদেরকে একসাথে যৌথ সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত করা। কিশোর কিশোরীদের জীবন দক্ষতামূলক প্রশিক্ষণ, প্রতিবন্ধীদেরকে অন্তর্ভুক্তি বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধি, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সংগঠন এবং স্ব-সহায়ক দলগুলোর সাথে কাজ করার মাধ্যমে **সামাজিক আচরণ পরিবর্তন** করা সম্ভব হবে।

অভিযোজন পদ্ধতি:

কার্যক্রমের অভিযোজন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি মূলত: দুইটি সহায়ক দৃষ্টিভঙ্গিতে কাজ করবে-

১. মনিটরিং পদ্ধতি তৈরী করা এবং
২. কার্যক্রমের প্রভাব, শিখনসমূহ এবং গবেষনা প্রক্রিয়া যা কিনা প্রকল্পের কার্যকলাপের কৌশল এবং কোনগুলো অভিযোজনযোগ্য কাযক্রম যা কিনা পরের বছরের কর্মসূচির পরিকল্পনায় থাকবে বা বাদ যাবে তা সঞ্চালন করা।

কার্যক্রম সূচনা প্রক্রিয়াতেই গবেষণার মাধ্যমে শিখনগুলো চুড়ান্ত করা হবে-

১. জলবায়ু সহনশীল স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা গড়ে তোলার সঠিক পদ্ধতি;
২. সেবাব্যবস্থার প্রথমস্তর থেকেই প্রতিবন্ধীদের স্বাস্থ্যসেবা সুবিধাসমূহ অন্তর্ভূক্তির প্রক্রিয়া;
৩. মোবাইল প্লাটফর্ম ব্যবহারের মাধ্যমে টেকসই ক্ষুদ্র-স্বাস্থ্যবীমার সুবিধা প্রদান;
৪. বাংলাদেশে স্থবির হয়ে থাকা নির্দিষ্ট স্বাস্থ্যসূচকগুলোকে কার্যকর করার জন্য যথাযথ পদক্ষেপ এবং অভিযোজন কার্যক্রম গ্রহণ করা।